সংবাদ

তারিখ ... 27 NOV 2013
পৃঃ ৫ কলাম ২

শিক্ষা অফিসারকে জবাব দিতে চেয়ারম্যানের চিঠি

হাতিবান্ধায় প্রাইমারি স্কুলের দফতরি নিয়োগে ঘুষবাণিজ্য : ডাক উঠেছে তিন লাখ টাকায়

প্রতিনিধি, হাতীবান্ধা (লালমনিরহাট)

হাতীবান্ধায় প্রাইমারি স্কুলের দফতরি নিয়োগ নিয়ে ঘুষবাণিজ্য জমজমাট হয়ে উঠেছে। প্রতিটি নিয়োগে ঘুষের ডাক উঠেছে দুই থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে হাতীবান্ধার উপজেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু করেছেন। এসব দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী সুধীমহল। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে উপজেলা চেয়ারম্যান চিঠিও দিয়েছেন।

জানা গেছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৪ অক্টোবরের নীতিমালা অনুযায়ী হাতীবান্ধা উপজেলার ২০টি প্রাইমারি স্কুলের আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে দফতরি কাম প্রহরী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিষয়টি উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভায় উপস্থাপন করার নিয়ম থাকলেও উপজেলা শিক্ষা অফিসার তা করেননি। স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, প্রধান শিক্ষক ও [illegible] শিক্ষা অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত নিয়োগ বোর্ডের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাইসহ নিয়োগ চূড়ান্ত করার বিধান থাকলেও সেসবের তোয়াক্কা করছেন না উপজেলা শিক্ষা অফিসার আকরাম আলী ভূঁইয়া। গত ২১ নভেম্বর ৬৪২ নং স্মারকপত্রে ওই ২০টি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে দফতরি নিয়োগ সম্পন্ন করার একক এখতিয়ার দিয়ে যাবতীয় তথ্য সত্বর দাখিলের জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন প্রধান শিক্ষক এ প্রতিনিধিকে বলেন, নিয়োগের এখতিয়ার দেয়া হলেও বাস্তবে তারা কাঠের পুতুল। সুবিধাবাদীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রার্থীদের কাছ থেকে দুই থেকে তিন লাখ টাকা করে নিয়ে আগেভাগেই সব ঠিক করে রেখেছেন। এখন প্রধান শিক্ষককে দিয়ে কাগজ-কলমে ঠিক করে নেয়া নিয়োগের এমন প্রক্রিয়া ও ঘুষ লেনদেন দেখে ক্ষুব্ধ, উদ্বিগ্ন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী সুধীজন। তারা এ প্রক্রিয়া বাতিলের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভাপতি হাতীবান্ধা উপজেলা চেয়ারম্যান বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা বদিউজ্জামান ভেলু জানান, নিয়োগের বিষয়টি উপজেলা শিক্ষা অফিসার তাকে মাসখানেক আগে মৌখিকভাবে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আর কোন যোগাযোগ করেননি বা শিক্ষা কমিটির সভায়ও উপস্থাপন করেননি। নিয়োগের যে প্রক্রিয়া চলছে তাকে তিনি অবৈধ ও অনিয়মতান্ত্রিক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। নিয়োগের নামে ঘুষ নেয়া হচ্ছে কি-না জানতে চাইলে উপজেলা চেয়ারম্যান বলেন, ঘুষের বিষয়টি তিনিও স্থানীয় অনেকের কাছে মৌখিকভাবে শুনেছেন। তিনি মনে করেন, এটি উপজেলা শিক্ষা অফিসারের অনিয়মতান্ত্রিক আচরণ। এ ধরনের আচরণ ও প্রক্রিয়া সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে এবং অবিলম্বে এটি বাতিল হওয়া প্রয়োজন। এসব ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলা শিক্ষা অফিসারের লিখিত বক্তব্য চেয়ে গত ২৫ নভেম্বর চিঠি দিয়েছেন।

এক প্রশ্নের জবাবে উপজেলা শিক্ষা অফিসার আকরাম আলী ভূঁইয়া বলেন, নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ম মাফিক হচ্ছে, ঘুষের অভিযোগ সত্য নয় এবং দফতরি কাম প্রহরী নিয়োগের বিষয়টি উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভায় উপস্থাপন করার কোন প্রথা নেই।